রোগাক্রান্ত হলে কি করবেন?

আমরা রোগে আক্রান্ত হলে আমাদের শরীরে নানা রকম সমস্যা ও কস্ট দেখা দেয়। এইগুলিকে বলা হয় উপসর্গ। একেক রোগের একেক রকম উপসর্গ। রোগ হলে শরীরের ভিতর ক্ষতি হতে থাকে। এইসব ক্ষতির কারনে আমাদের শরীরে জ্বর, ব্যাথা, কাশি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। কস্ট হয় বলে আমরা রোগের চিকিৎসা করি। কস্ট না হলে আমরা চিকিৎসা করতাম না। তার দরূন রোগে আমাদের শরীরের সমুহ ক্ষতি করে ফেলত। তাই উপসর্গগুলি আমাদের জন্য আশির্বাদ সরূপ। যেমন শরীরে আগুন লাগলে গরম লাগে। তাই আমরা আগুন থেকে সরে যাই। গরম না লাগলে আমরা পুড়ে যেতাম কিন্তু জানতে পারতাম না।

রোগের চিকিৎসা করার দায়িত্ব ডাক্তারের। তাই রোগ হলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।
রোগ হয়ার সাথে সাথে সব লক্ষণ এক সাথে দেখা দেয় না। তাই সাথে সাথেই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিলম্ব করা যাবে না। যেমন, বুকের বাম পাশে ব্যাথা, তলাপেটের ডান পাশে ব্যাথা, তীব্র মাথা ব্যাথা ইত্যাদি।

প্রথমেই আপনাকে যেতে হবে আপনার নিকটস্থ সিম্পল এমবিবিএস পাস করা ডাক্তারের নিকট। তিনি আপনার সমস্যার কথাগুলি শুনে শারীরিক পরীক্ষা করে প্রাথমিক ভাবে একটা রোগ নির্ধারণ করে প্রাথমিক চিকিৎসা দিবেন। প্যাথলজিক্যাল ও রেডিওলজিক্যাল কিছু পরীক্ষা করাবেন সুক্ষ্মভাবে রোগ নির্ণয় করার জন্য। প্রয়োজনে তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠাবেন।

তবে আপনি যদি কোন কারনে সরাসরি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে চান তবে আপনাকে সঠিক বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করতে হবে। না হলে টাকা ও সময় দুইটিরই অপচয় হবে।

সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হল রুগি যদি ১৫ বছর বয়সের কম হয় তবে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ দেখাবেন। তাদের ডিগ্রি থাকবে ডিসিএইচ, এফসিপিএস(শিশু) বা এমডি(শিশু)। অপারেশন এর ক্ষেত্রে এফসিপিএস(শিশু সার্জারি) বা এম এস (শিশু সার্জারি)।

বড়দের ক্ষেত্রে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগনের ডিগ্রি দেখবেন এমসিপিএস (মেডিসিন), এফসিপিএস(মেডিসিন) অথবা এমডি(মেডিসিন)।

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞগনের ডিগ্রি হবে ডিজিও, এফসিপিএস (গাইনি অবস), এম এস(গাইনি অবস)।

এখন মেডিসিন ও সার্জারির ব্রাঞ্চ গুলিতেও অনুরূপ ডিগ্রী আছে। বুঝে সুঝে এইসব বিভাগের ডাক্তারও দেখাতে পারেন।

সঠিক সময়ে, সঠিক ডিগ্রিধারী ডাক্তার দেখাতে পারলে এবং সঠিক প্যাথলজি ও রেডিওলোজী বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করাতে পারলে আপনার সময় ও খরচ কম লাগবে। কস্টও কম লাগবে।

=======
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার

ফেইসবুক পোস্ট
সাধারণ স্বাস্থ্যজ্ঞান
৫/৬/২০১৭